প্রায় কোটি টাকা নিয়ে চম্পট…

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়ন সহ অত্র এলাকায় ” মানব কল্যাণ সংস্থার (মাকস্) নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে এলাকার সর্ব সাধারণের সাথে প্রতারণা করে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছেন বলে এমন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

জানাযায় জীবননগর উপজেলায় আশতলা পাড়ায় মানব কল্যাণ সংস্থা (মাকস্) এর নামে ভুয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান খুলে অত্র উপজেলার গরীব ও অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছেন। এতে করে এলাকার মানুষ বড়ই বিপাকে পড়ে অসহায়ের মত টাকা উদ্ধারের জন্য দারে দারে ঘুরছেন ।

প্রতারণার শিকার এমন এক ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের বলেন যে, সুজন নামের এক ব্যক্তি উক্ত সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে আমাদের নিকট থেকে সঞ্চয় নিয়ে ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রত্যকের নিকট হতে পাঁচ হাজার টাকা করে সঞ্চয় জমা নেন। পরে ঋণ দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের আগেই অফিস গুছিয়ে পালিয়ে গেছেন।

পরবর্তিতে ঐ সংস্থার ম্যানেজার পরিচয় দানকারী সুজনের মুঠো ফোনে একাধীকবার ফোন দিয়েও নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায় । উক্ত নাম্বারটি হল ০১৯০৮-৩৮২৯৯৭ । পরে উক্ত এনজিওর একটি সঞ্চয় ও পাস বইয়ের খোঁজ মিললে উক্ত পাস বহির উপরে সংস্থার হেড অফিস ১৩ এ/ ৩ এ ব্লক বি , রাবর রোড , মোহাম্মদপুর , ঢাকা – ১২০৭ লেখা ছিল ।

এলাকাবাসী এই প্রতারক চক্র থেকে সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সাথে সাথে এই সমস্ত প্রতারক চক্রকে চিহ্নিত করে অতিদ্রুত শাস্তির আওতায় আনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না

মানা সিরাজ

এই বাদেম, দেশি বাদেম, চিনা বাদেম, আরও আছে ঝাল-মুড়ি, বারোভাজা। আসেন বসেন ফুইরি গেলি পাবেন না,পরে পস্তাবেন। এভাবেই নানা কৌশলে ক্রেতাদের ডেকে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেন এইসব মুখোরোচক খাবার। স্কুলগুলো করোনার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ থাকায় তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২১ বছর ধরে ব্যবসা করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর দক্ষিণপাড়ার হাবেল উদ্দিন এর বড় ছেলে, নাম সিরাজুল ইসলাম। এলাকার লোকজন তাকে সিরাজ চাচা বলেই চেনেন। বয়সে ৫৮ পেরোলেও উচ্চতাই মাত্র ৪ ফুট। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিয়ে করলেও সন্তানের মুখ দেখেননি। অভাব অনটনের চেয়েও সবচেয়ে বড় আফসোস কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

ছোট খাটো গঠনের শান্ত স্বভাবের হওয়ায় ছোট বড় সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সিরাজ। প্যাডেল করা ভ্যানের এক কোনে বসে তিনি চালিয়ে যান ক্রেতা সন্তুষ্ট করার কাজ। সিরাজ চাচার মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেতে দূর-দূরান্ত থেকেও জোড় হয় মানুষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গ্রামের মোড়ে মোড়ে বসে চালিযে যাচ্ছেন ব্যবসা। বয়সের তুলনায় কষ্ট বেশি হলেও থেমে নেই তার পথ চলা। তবে করোনার সময়ে সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা অধিকাংশের ঘরে পৌঁছালেও সিরাজ চাচার ঘরে পৌঁছাইনি কোন সাহায্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিরাজ বলেন, আমার গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে আমার এই ব্যবসা। শারীরিক অক্ষমতার কারণে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্যবসা করতে পারি না। স্কুল চলার সময়ে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করে কোন রকমে সংসার চালায়। করোনার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমি এবং আমার পরিবার অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি।

লকডাউনে মানুষ ঠিক মত বাসা থেকে বের হতে না পারায় প্রায় তিন মাস ব্যবসা বন্ধ ছিল। কোন কোন দিন একবেলা না খেয়েও কাটিয়েছি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ হলেও আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। এছাড়াও সরকারি কোনো রকম

সহায়তা আমার কাছে পৌঁছায়নি। প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে অনেকেই কিন্তু এখনো পাইনি।

জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বাপু, আর কত দিনই বা বাঁচবো। বাকি জীবনটা বাদাম বিক্রি করেই চালিয়ে দিতে চাই, অনেকটা বেদনার সুরে বললেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চাচা। তিনি আরও বলেন, আমার কোন সন্তান নেই, ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি যেন সুস্থ্য থাকতে পারি।

সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন, কাচা বাদাম গুলো আমি ভেজে দিই। এছাড়া অন্যান্য আইটেম গুলো আমি তৈরি করে দিই। সে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে।

দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই চলে আমাদের ছোট্ট সংসার। অভাব অনটনের মধ্যেও দু-বেলা খেয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তান না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দু:চিন্তা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন বলেন, বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম কোন রকম ভাতার জন্য আমার কাছে আবেদন করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করবো। সেই সাথে সিরাজুল ইসলাম এর বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সরকারি সহায়তা করার চেষ্ট করবো।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, আগামী অক্টোবর থেকে এই ধরণের ব্যক্তীদের তালিকা তৈরি করা হবে। সিরাজুল ইসলামের নামটি তালিকাভুক্ত করে প্রনোদনার ব্যবস্থা করে দেবো।

‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’ নিয়ম থেকে সরে এল রেল

ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হাত বদলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। গত

রবিবার থেকে এই ব্যবস্থা চালুর পর বিড়ম্বনায় পড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে চার দিনের মাথায় এসে এই কড়াকড়ি শিথিল করলো রেলওয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানে বা মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজ টিকেট, রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট কারো নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে তাহলে উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত হবে।

অনুরূপভাবে টিকেটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহার করার চেষ্টা করলে তাকে একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত করা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের দিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা)গভর্নিং বডির ৭ম সভায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় বক্তব্য রাখেন।

কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর; এতে কোনো সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন আমাদের প্রয়োজন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী।

পরিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়ন করার দিকে জোর দেন সরকার প্রধান। বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এটাও একান্তভাবে অপরিহার্য, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিজমি যাতে রক্ষা পায়, কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশপাশি শিল্পায়ন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, ভূখণ্ডের দিক থেকে আমরা ছোট হলেও আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের যেমন কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে, আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যাতে চলতে পারি, কারণ বাংলাদেশ একটা ডেল্টা, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

সূত্র- যুগান্তর

অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আদালতে সাবরিনা-আরিফসহ ৮ আসামি

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় জালিয়াতি-প্রতারণা মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী, তার স্বামী ও প্রতিষ্ঠানটির সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আট আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতে আনা হয়।

এরপর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে তোলা হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে আদালত মামলার শুনানি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মূলতবি করেন।

গত ১৩ আগস্ট একই আদালতে এই মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পরে আসামি পক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত শুনানির জন্য ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী। অভিযোগপত্রটি দেখার পর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুলফিকার হায়াত তা বিচারের জন্য বদলির আদেশ দেন। এরপর মামলাটি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে আসে।

অভিযোগপত্রে সাবরিনা ও আরিফুলকে জালিয়াতি ও প্রতারণার মূলহোতা ও বাকি ছয়জনকে অপরাধে সহায়তাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্য ছয় আসামি হলেন- আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের একজন চিকিৎসক ও জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনাকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এর আগে গত ২৩ জুন করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করোনার ভুয়া রিপোর্টদানকারী প্রতিষ্ঠান জেকেজি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার আরিফুল চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বন্ধ হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সেবা দিয়ে যাওয়া ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার কোনোভাবেই গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্সের মতো ব্রাউজারে সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই এবার বন্ধ হতে যাচ্ছে এক সময়ের এ জনপ্রিয় ব্রাউজারটি।

বছর ৬-৭ আগে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের শেষ ভার্সনটি রিলিজ করা হয়। এরপর থেকে তেমন কোনো আপডেট পায়নি ব্রাউজারটি। এ পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজারের পুরনো সাথী মাইক্রোসফট তার হাত ছাড়তে চলেছে।

সম্প্রতি মাইক্রোসফট জানিয়েছে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট, সংস্থাটি তার ৩৬৫ অ্যাপে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১-এর সাপোর্ট বন্ধ করে দেবে। তবে শুধু ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নয়, আগামী বছরের ৯ মার্চ মাইক্রোসফট বিদায় জানাবে তার এজ ব্রাউজারকেও।

মাইক্রোসফট সাপোর্ট বন্ধ করে দিলে হয় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কাজ করা বন্ধ করবে অথবা মাইক্রোসফট ৩৬৫ অ্যাপ ব্যবহার করার সময় ইউজাররা ডাউনগ্রেড অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে। অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, ২০২১-এর পরে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে মাইক্রোসফট ৩৬৫ ইউজাররা বেশ কিছু ফিচার অ্যাক্সেস করতে পারবেন না, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১-এর ব্যবহারকারীদের ততটাও আশঙ্কার কারণ নেই। কারণ, মাইক্রোসফট তাদের ব্লগ পোস্টে বলেছে, যেসব ইউজারের IE-11 অ্যাপ্লিকেশন এবং বিনিয়োগে নিজস্ব উত্তরাধিকার রয়েছে, তারা বিনা বাধায় এটির ব্যবহার চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

আসলে এখনো অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা পরিষেবার জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ওপর নির্ভর করে। তাদের কথা ভেবেই মাইক্রোসফট, এখনই ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতছে না।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, তারা বেশিরভাগ ইউন্ডোজ ১০ গ্রাহককে এজ ব্রাউজারের নতুন আপগ্রেড দিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

স্নাতক-স্নাতকোত্তর ছাড়া ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার সভাপতি নয় : হাইকোর্ট

স্নাতক ডিগ্রি ছাড়া ফাজিল ও স্নাতকোত্তর ছাড়া কোনো ব্যক্তি কামিল মাদ্রাসার গর্ভনিং বডির সভাপতি হতে পারবেন না বলে অভিমত এসেছে উচ্চ আদালত থেকে। বগুড়ার এক মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতির মনোনয়নের বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে দেওয়া রায়ে এ অভিমত দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গত ২১ জানুয়ারি দেওয়া ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি গতকাল ১৯ আগস্ট হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রিটকারীর আইনজীবী মো. হুমায়ন কবির। রায়ে আদালত অভিমত দিয়েছেন, মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সভাপতি হওয়ার জন্য ফাজিল মাদ্রাসার ক্ষেত্রে স্নাতক ও কামিল মাদ্রাসায় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে।

এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে হুমায়ন কবির জানান, এখন প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রথমে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে যোগ্যতা অনুযায়ী তিনজন ব্যক্তির নাম পাঠাবেন। তিনজনের মধ্যে থেকে ভিসি একজনকে সভাপতি পদে মনোনীত করবেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সীমিত পরিসরে পাসপোর্টের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু

কোভিড-১৯ এর কারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও জরুরি আবেদনকারী ছাড়া নতুন পাসপোর্ট ইস্যু বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পর আজ বৃহস্পতিবার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে শুরু হচ্ছে পাসপোর্ট ইস্যুর কাজ।

বুধবার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর। অধিদফতরের পরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও পরিদর্শন) মো. সাঈদুর রহমান মহাপরিচালকের পক্ষে আদেশে স্বাক্ষর করেন।

এতে বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত পরিসরে এমআরপি এবং ই-পাসপোর্টের এবোলমেন্ট (নতুন ও রি-ইস্যু) কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ বিষয়ে আগের জারি করা সব আদেশ বাতিল করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভূমধ্যসাগরে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে ৪৫ জনের মৃত্যু

চলতি বছরে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন অভিবাসী এবং শরণার্থী। গত সোমবার এই নৌকাডুবি হয় বলে বুধবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এসব তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

জানা গেছে, ৮০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ওই

নৌযানটির ইঞ্জিন বিষ্ফোরিত হলে তা ডুবে যায়। এতে অন্তত ৪৫ জন প্রাণ হারান। স্থানীয় জেলে ও মৎসজীবীরা ৩৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ।

ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী ওই দুর্ঘটনার পর বুধবার যৌথ বিবৃতিতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এমন তথ্য দিয়ে উদ্ধার অভিযান জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। বলা হচ্ছে, সোমবারের ভয়াবহ ওই নৌকাডুবির যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই আফ্রিকার দেশে সেনেগাল, মালি, শাদ এবং ঘানার বাসিন্দা।

এদিকে, ব্যাপক উদ্ধার অভিযান ছাড়া ভূমধ্যসাগরে আরও অনেকের প্রাণহানি ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় চলতি বছর ভূমধ্যসাগরে তিন শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৪ সালে আইওএম হিসাব রাখার শুরুর পর গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। তবে এই তথ্যের চেয়ে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি বলেই জানাচ্ছে বিবিসি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পাইলটবিহীন বিমানের চতুর্থ প্রজন্মের টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করল ইরান

প্রথমবারের মতো ইরান পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোনে ব্যবহার করার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের হালকা টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বুধবার তেহরানে ইরানের সংসদের শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা জানিয়েছেন।

টারবোফ্যান ইঞ্জিন বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক ড্রোনগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিন

তৈরির ফলে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিশেষ করে বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি চতুর্থ প্রজন্মের এই ইঞ্জিনের মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

একইসঙ্গে আজ ইরানি জঙ্গিবিমান ‘কাওসার’-এর জন্য ‘ওজ’ বা ‘চূড়া’ নামের ইঞ্জিনের গণ উৎপাদনেরও উদ্বোধন করা হবে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ওজ’ ইঞ্জিনকে বিমানে ব্যবহার করার আগের সবগুলো পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
জেনারেল হাতামি মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের বহু অপরাধযজ্ঞে এই দখলদার শক্তির হাত থাকার বিষয়টি এখন স্পষ্ট।

জবরদখলকারী এই সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষ আরো বেশি অপরাধযজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আর এজন্য দায়ী থাকবে সেসব দেশ যারা তাদের মাটিতে ইসরাইলকে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। সূত্র : পার্সটুডে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন